সভ্যতার মাপকাঠি

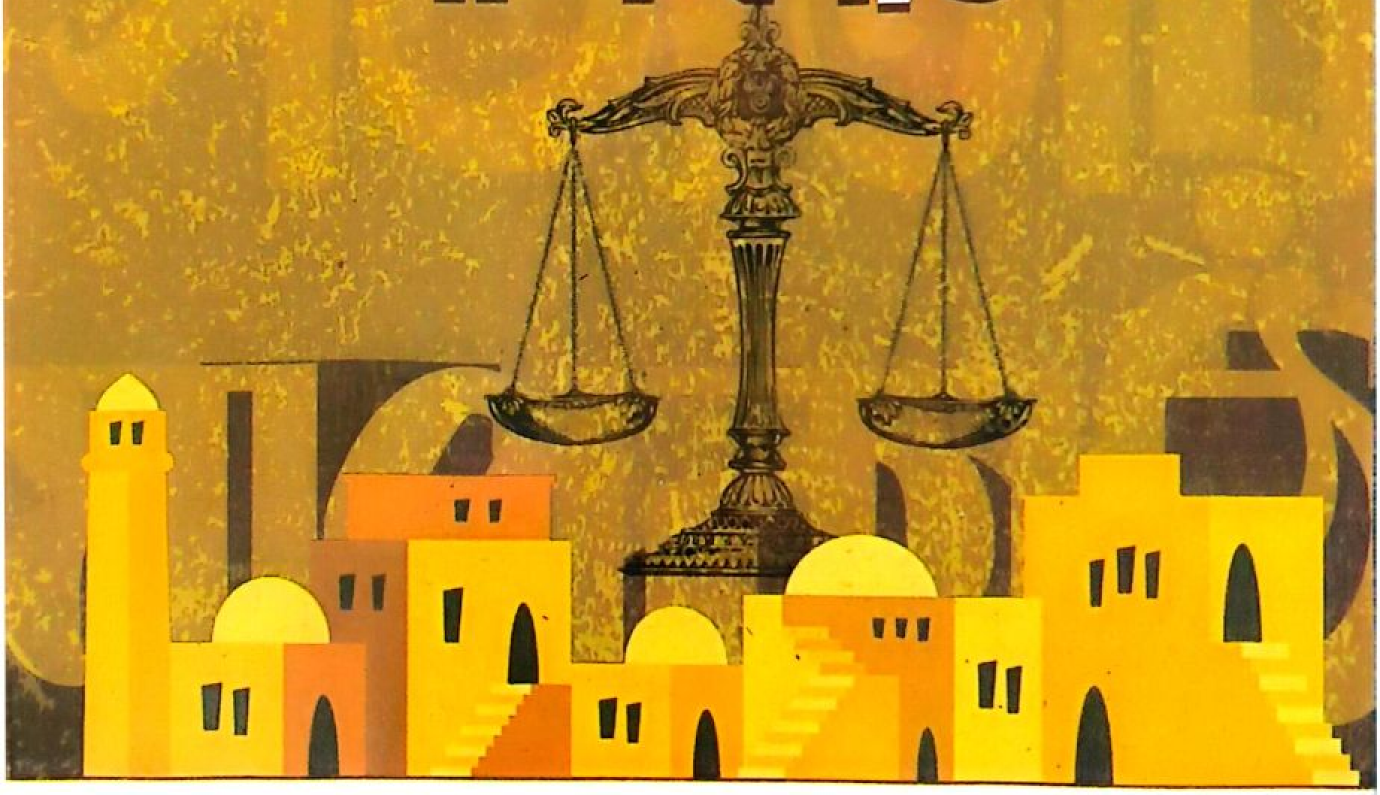

মোজাহেদে আজম
আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী
ছদর ছাহেব হুজুর রহ.

সভ্যতার মাপকাঠি

মোজাহেদে আজম
আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী
ছদর ছাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি

ALLAMA SHAMSUL HAQUE FARIDPURI
SADAR SAHEB RH. FOUNDATION

আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী ছদর ছাহেব রহ. ফাউন্ডেশন
গওহরডাঙ্গা মাদরাসা, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ

ফাউন্ডেশন প্রকাশনা

সভ্যতার মাপকাঠি
মোজাহেদে আজম আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী
ছদর ছাহেব রহ.

প্রকাশনায় ঃ প্রকাশনা বিভাগ
আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী ছদর ছাহেব রহ. ফাউন্ডেশন
গওহরডাঙ্গা মাদরাসা, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ
মোবাইল ঃ ০১৯৩২ ৩৮ ৩৩ ৩৮
মেইল ঃ sadarsahebfoundation@gmail.com

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশকাল
রবিউস সানি ঃ ১৪৪৩
অগ্রহায়ণ ঃ ১৪২৮
নভেম্বর ঃ ২০২১

হাদিয়া ঃ ২০ (বিশ) টাকা মাত্র

SHOVVOTAR MAPKATHI

By Muzahede Azom Allama Shamsul Haque Faridpuri
Sodor Saheb Rh.
Published: Allama Shamsul Haque Faridpuri
Sador Saheb Rh. Foundation
Date of Publication: November 2021

Price: 20 (Twenty) Taka Only

দোয়া

মোজাহেদে আজম আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী ছদর ছাহেব হুজুর রহ. মুসলিম উম্মাহর জন্য বিশেষ করে বাঙালি মুসলমানদের জন্য পথপ্রদর্শক। হাকিমুল উম্মত হজরত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানবী রহ.-এর থেকে ইলমে মারেফাতের দৌলত পরিপূর্ণ সংগ্রহ করে নিজেকে গঠন করেছিলেন হজরত সাহাবায়ে কেরাম রা.-এর পূর্ণ নমুনায়। তিনি তাঁর ইলম, আমল, খোদাভীতি, তাওয়াক্কুল এবং উম্মতের জন্য কল্যাণকর সব কাজের মাধ্যমে অনন্য উচ্চতায় পৌঁছেছিলেন। আখেরি জামানায় তাঁর মধ্যে সাহাবায়ে কেরামের নমুনা খুঁজে পাওয়া যেতো। তা সত্ত্বেও তিনি নিজের নামের আগে 'নাচিজ' লিখতেন, নিজেকে তিনি এমন নগণ্য মনে করতেন।

ওয়ালেদ ছাহেব (মোজাহেদে আজম আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী ছদর ছাহেব রহ.) তাঁর সংক্ষিপ্ত হায়াতে পতনোন্মুখ মুসলিম উম্মাহর জন্য বহুমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন। বাংলা ভাষায় সাড়ে ষোলো হাজার পৃষ্ঠাব্যাপী কোরআনের তাফছীর এবং বাংলায় দুই শতাধিক কিতাব লিখে সম-সাময়িক সমস্যার সমাধান দিয়েছেন। **আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী ছদর ছাহেব রহ. ফাউন্ডেশন** ওয়ালেদ ছাহেবের লিখিত হক্কানী তাফছীর ও অন্যান্য কিতাব বৃহৎ পরিসরে মানসম্মতভাবে প্রকাশের যে উদ্যোগ নিয়েছে, তা খুবই প্রশংসনীয়। এতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও আবেগাপ্লুত।

আশা করি, এই মহতি উদ্যোগ ছদর ছাহেব হুজুর রহ.-এর লেখার আশেকদের দীর্ঘদিনের চাহিদা পূরণ করবে। আমি এই উদ্যোগের সফলতা কামনা করছি এবং সংশ্লিষ্ট সবার জন্য আল্লাহর দরবারে উত্তম প্রতিদানের দোয়া করছি।
আল্লাহ এই মহামনীষীর মূল্যবান লিখনিগুলো সবার হাতে পৌঁছানোর তাওফিক দিন এবং সবার শ্রম কবুল করে নাজাতের উসিলা বানান। আমিন।

আল্লামা মুফতি রুহুল আমিন
ছাহেবজাদা, আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী ছদর ছাহেব রহ.
মুহতামিম, গওহরডাঙ্গা মাদরাসা
আমির, খাদেমুল ইসলাম বাংলাদেশ

বিনম্র কৈফিয়ত

মেধা ও মনন জগতের সর্বাগ্রসর ব্যক্তিত্ব, বিংশ শতাব্দীর দরদি রাহবার, আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক জগতের প্রবাদপুরুষ, সফল সমাজ সংস্কারক, আদর্শ সমাজ গঠনে অবিসংবাদিত অভিভাবক, এদেশের মানুষের ঈমানি জাগরণের অগ্রদূত মোজাহেদে আজম আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী ছদর ছাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি।

শিক্ষা, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়- সর্বক্ষেত্রেই তাঁর উপস্থিতি ছিল হীরক জ্যোতির মতো বিরাজমান। তার বিস্তৃত কর্মময় জীবনের অমরকীর্তির আভা অনেক; আজও দৃশ্যমান। লিখিত মূল্যবান গ্রন্থাবলীর মাধ্যমে কেয়ামত পর্যন্ত বাঙালি জাতির কাছে তিনি অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

দখলদার ইংরেজদের গভীর ষড়যন্ত্রের কবলে ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের করুণ পরিস্থিতির কথা ইতিহাসের পরতে পরতে লেখা রয়েছে। ব্রিটিশ বেনিয়া কর্তৃক সাধারণ মুসলমান থেকে শুরু করে আলেম-উলামাদের বিরুদ্ধে মামলা-হামলা, হত্যা ও নারকীয় জুলুম-অবিচারের মাধ্যমে যখন উপমহাদেশ থেকে ইসলামকে সম্পূর্ণরূপে মিটিয়ে ফেলার পায়তারা চলছিল, তখন তিনি সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক এবং দেওবন্দের আদর্শ ধারণকারী, যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে ইলম ও আমলের মশাল হয়ে বাঙালী জাতির সামনে আবির্ভূত হন। স্নিগ্ধ, সুকোমল অথচ তাঁর প্রখর ব্যক্তিত্বের সামনে ম্লান হতে থাকে বাতিল অপশক্তি। তিনি এদেশের মুসলমানদের ঈমানী চাহিদাপূরণ ও দ্বীনি খোরাক যোগান দিতে সক্ষম হন। এভাবেই হয়ে ওঠেন জাতির অভিভাবক, কালের দলিল। জাতীয় পরিসর ছাড়িয়ে বর্হিবিশ্বে তিনি যে মান্যতা, সম্মান ও স্বীকৃতি পেয়েছেন, তা অনন্য দৃষ্টান্ত। এর পেছনে কাজ করেছে তার ছয় দশকেরও বেশি সময়কালের শিক্ষকতা, গবেষণা ও বুদ্ধিবৃত্তিক সক্রিয় মনস্বী তৎপরতা।

মোজাহেদে আজম রহমাতুল্লাহি আলাইহি যেমন মসজিদভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণের রূপরেখা দিয়েছেন, তেমনি অপসংস্কৃতির বেড়াজাল থেকে জাতিকে রক্ষায় বহুমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। বাংলা ভাষাভাষীদের হৃদয়ের খোরাক হিসেবে রচনা করেছেন সাড়ে ষোলো হাজার পৃষ্ঠাব্যাপী পবিত্র কোরআনের তাফছীর এবং দুই শতাধিক কিতাব। তিনি লেখনিতে সম-সাময়িক সমস্যাগুলোর সমাধান দিয়েছেন। মসজিদ-মাদরাসা প্রতিষ্ঠা, তাবলিগ, আত্মশুদ্ধি, ইসলামি রাজনীতি, জিহাদ ফি-সাবিলিল্লাহসহ মানবজীবনের প্রয়োজনীয় সব বিষয়ে কাজ করতে যেয়ে দ্বীনের তরে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলীন করে দিয়েছেন। তার

কৃতিত্বপূর্ণ আত্মত্যাগের কারণে ঢাকার বুকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে খ্যাতনামা অনেক মাদরাসা ও অসংখ্য মসজিদ। ফলে বিশ্ব দরবারে মসজিদের শহর হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা।

'ছদর ছাহেব হুজুর' নামে তিনি সমধিক পরিচিত, সে হিসেবে তাকে বলা যায়- জাতির শিক্ষক। তাঁর সবচেয়ে বড় অর্জন, শিক্ষার সবগুলো প্রবাহকে প্রত্যক্ষভাবে ছুঁতে পেরেছিলেন। ধর্মের প্রতি একনিষ্ঠতা, চেতনার কঠোরতা এবং সমাজ বিচারের বিপুল পারঙ্গমতা তাঁকে সর্বজন শ্রদ্ধেয় মানুষে পরিণত করে। তিনি সেই বিরল ব্যক্তিত্বের একজন, যিনি তাঁর চিন্তা ও কর্মকে একসূত্রে গেঁথেছেন। চিন্তার বিশালতা, গভীর পান্ডিত্য, সুনাম, খ্যাতি সত্ত্বেও নিজেকে সংযত রাখতেন। ফলে সমকালের মানুষ বুঝতে পারেনি, তিনি কত বড় মাপের বিদ্বান ও চিন্তাশীল মানুষ।

সময়ের পরিক্রমায় অতীতের মতো পরবর্তী প্রজন্মও তাকে ধারণ করতে পারেনি। এটা অত্যন্ত দুঃখ ও পরিতাপের বিষয়। আমরা তার রেখে যাওয়া আমানতের যথাযথ মূল্যায়ন করতে পারিনি। বলতে আফসোস হয়, বুক ভারী হয়ে আসে- একটি তথ্যসমৃদ্ধ জীবনী রচনা করে আগত প্রজন্মের হাতে তুলে দিতে পারিনি। আমাদের কাজে-কর্মে প্রমাণিত, আমরা তার আমানতকে জাতির নিকট পৌঁছে দিতে অক্ষম। আরও বড় আফসোসের বিষয় হলো, হুজুরের অনবদ্য কৃতিত্ব তার মৃত্যু পরবর্তী পঞ্চাশ বছরের অধিক সময়ে প্রকাশ করে পাঠকদের কাছে পৌঁছে দিতে না পারা।

বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রকাশনী নানা সময়ে তার কিছু কিছু লিখনি প্রকাশ করেছে, কিন্তু তা ছদর সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহির লিখনির আশেকদের চাহিদা যথাযথভাবে পূরণ করতে পারেনি। বোদ্ধা পাঠকমহলে তার স্বর্ণোজ্জ্বল লিখনির চাহিদা সবসময়ই পরিলক্ষিত হয়েছে। কালের পরিবর্তনে তার অনেক লিখনি হারিয়ে গেছে- বিষয়টি আমাকে যারপরনাই মর্মাহত করেছে। এমতাবস্থায় নানাবিধ বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে আমি ছদর ছাহেব হুজুরের লিখিত প্রকাশিত-অপ্রকাশিত সকল কিতাব মাত্র দুই মাস সময়ের মধ্যে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করি।

আমি দৃঢ়ভাবে সংকল্প করেছি, আমার জীবনের সবটুকু দিয়ে হলেও দাদাজান রহমাতুল্লাহি আলাইহির কিতাব প্রকাশের ব্যবস্থা করব। কিতাবগুলো প্রকাশের ক্ষেত্রে মোজাহেদে আজম রহমাতুল্লাহি আলাইহির ভাষা, বর্ণনাশৈলী ও বানানরীতিসহ সব বিষয়ে তাঁর নিজস্ব পদ্ধতি অক্ষুণ্ন রাখা হয়েছে। তাঁর লিখিত

কিতাবের মধ্যে 'সভ্যতার মাপকাঠি' অন্যতম। কিতাবটি **'আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী ছদর ছাহেব ফাউন্ডেশন'** থেকে প্রকাশ করতে পেরে আল্লাহতায়ালার দরবারে শোকরিয়া আদায় করছি।

কিতাবটি নির্ভুলভাবে প্রকাশের ক্ষেত্রে যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও ভুল থেকে যাওয়া বিচিত্র কিছু নয়। সম্মানিত পাঠকদের কাছে অনুরোধ, তেমন কিছু দৃষ্টিগোচর হলে আমাদের জানিয়ে কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করবেন। ইনশাআল্লাহ পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে দেওয়ার চেষ্টা করবো।

কিতাবগুলো প্রকাশের খবরে মুহতারামা আম্মাজান খুশি হয়ে দোয়া করেছেন। এই বিশাল কাজের ক্ষেত্রে প্রিয় ছোটভাই মুফতি হুজায়ফা আমিনসহ যাদের অক্লান্ত ত্যাগ-তিতিক্ষা, বিনিদ্র শ্রম-সাধনা ও শেষ রাতের অশ্রু বিসর্জনের বিনিময়ে কিতাবটি প্রকাশ পেল, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমার নেই। শুধু বলব আল্লাহ তাঁদের উত্তম প্রতিদানে উভয় জগতে সম্মানিত করুন! আমিন!!

মুফতি উসামা আমিন

পৌত্র, ছদর ছাহেব রহ.

চেয়ারম্যান, আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী

ছদর ছাহেব রহ. ফাউন্ডেশন

সভ্যতার মাপকাঠি

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর বিধান দুই প্রকার। একটি প্রাকৃতিক বিধান অর্থাৎ যেখানে মানুষের ইচ্ছার বা ক্ষমতার কোন দখল নাই। সে বিধান মানুষ সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্তে হইলেও মানিতে বাধ্য। যেমন স্ত্রী হওয়া বা পুরুষ হওয়া; স্ত্রীর গর্ভে সন্তান হওয়া, পুরুষের গর্ভে না হওয়া; চোখের মধ্যে দর্শনশক্তি থাকা, শ্রবণশক্তি না থাকা; আগুনের মধ্যে দাহিকা শক্তি থাকা; পুরুষের নারীর প্রতি এবং নারীর পুরুষের প্রতি আভ্যন্তরীণ আকর্ষণ থাকা ইত্যাদি ইত্যাদি। আল্লাহর দ্বিতীয় বিধান শরীয়তের বিধান অর্থাৎ নবীর মাধ্যমে, অহীর মাধ্যমে, ভাষা প্রয়োগের মাধ্যমে আল্লাহ মানুষকে যে আদেশ-নিষেধ করিয়াছেন- এই আদেশ-নিষেধ পালন করিতে মানুষ নৈতিক দিক দিয়া, অধিকারের দিক দিয়া বাধ্য হইলেও ইচ্ছা ও ক্ষমতার দিক দিয়া মানুষ স্বাধীন।

প্রকৃতির উপর যেমন বিধান প্রয়োগকারী এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ নাই, তদ্রুপ মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণকারী বিধান প্রয়োগকর্তাও এক আল্লাহ ব্যতীত কেউই নাই। কারণ মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিও একটি প্রকৃতি প্রদত্ত শক্তি। প্রকৃতি কোন দেবীর নাম নহে, বরং আল্লাহরই একটি শক্তির নাম প্রকৃতি। আল্লাহর মধ্যে অনেক অসংখ্য, অগণ্য, অফুরন্ত, অসীম শক্তি আছে। তন্মধ্যে প্রকৃতিও একটি শক্তি। কাজেই যেহেতু মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি, স্বাধীন বাকশক্তি, স্বাধীন চিন্তাশক্তি, স্বাধীন কর্মশক্তি সবই প্রকৃতি প্রদত্ত শক্তি অথচ মানুষের উপর হুকুম (আদেশ-নিষেধ) জারি করিতে গেলেই তার স্বাধীনতাকে খর্ব করা হইবে। সুতরাং মানুষের উপর হুকুম প্রয়োগকর্তা আর কেউই নই এক আল্লাহ ছাড়া, যেরূপ প্রকৃতির উপর হুকুম প্রয়োগকর্তা আর কেউই নাই এক আল্লাহ ছাড়া।

আল্লাহ মানুষকে সামাজিক জীবরূপে সৃষ্টি করিয়া মানুষের জন্য সমাজ ব্যবস্থা এই করিয়াছেন যে, নারী ও পুরুষকে দুইটি পৃথক শ্রেণীতে ভাগ করেন নাই, বরং প্রত্যেকটি পুরুষকে একটি নারী ব্যতিরেকে এবং প্রত্যেকটি নারীকে একটি পুরুষ ব্যতিরেকে অসম্পূর্ণ রাখিয়াছেন। নারী ও পুরুষ উভয়েই উভয়ের মুখাপেক্ষী, কেউই স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে। দেহের দিক দিয়া যদিও পৃথক পৃথক দুইটি দেহ কিন্তু আত্মার দিক দিয়া নারী ও পুরুষ কেউই স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে।

একের ভিতর অন্যের জন্য শুধু যে কাজের দিক দিয়া মুখাপেক্ষীতা আছে তাহাই নহে, অধিকন্তু একের ভিতর অন্যের জন্য এক অবর্ণনীয় পিপাসা ও আকর্ষণ রহিয়া গিয়াছে। এই অবর্ণনীয় অদমনীয় আকর্ষণ যদি না থাকিত, তবে সৃষ্টির উদ্দেশ্যই হাসিল হইত না। কিন্তু এই আকর্ষণকে যদি শৃঙ্খলাবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত না করা যায়, তবে সৃষ্টির মধ্যে ভীষণ এক বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে।

যার কাছে কোটি কোটি টাকা মূল্যের মণি-মাণিক্য আছে, তার হেফাযত যদি সে নিজে না করে, তবে চোর-ডাকাত যে উহা লুটিয়া নিবে, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই । নারীর সতীত্ব কোটি টাকা মূল্যের মাণিক্যের চেয়েও অধিক মূল্যবান সম্পদ। এই অমূল্য সম্পদকে হেফাযতের জন্য স্বয়ং নারীরই প্রধান দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। তাছাড়া এমন একজন অধিকতর শক্তিশালী পুরুষকেও তার সাহায্যকারীরূপে সঙ্গে নিতে হইবে, যে নিজের জীবনের মূল্যের চেয়েও স্ত্রীর ইজ্জতের মূল্য বেশী মনে করিবে।

সতীত্বের দ্বারাই যেহেতু মানুষের পিতৃত্ব ঠিক থাকে, আর যে মানুষের পিতৃত্বের ঠিক নাই সে মানুষ যেহেতু সর্বস্বীকৃতিরূপে গোটা সৃষ্টির মধ্যে নিকৃষ্টতম জীব, সেজন্য সৃষ্টিকর্তা মানুষের গর্ভধারিণী জননীকে সৃষ্টিই এমনভাবে করিয়াছেন যে, তাহার কর্মক্ষেত্রই পৃথক করিয়া দিয়াছেন এবং এক স্বামী ব্যতিরেকে ভিন্ন পুরুষের রূপ দেখিতে বা ভিন্ন পুরুষকে নিজের রূপ দেখাইতে, হাসিমুখ দেখাইতে, এমনকি কোমল স্বর পর্যন্ত শুনাইতেও কঠোরভাবে নিষেধ করিয়াছেন।

যে বইখানা আপনার হাতে, ইহা কোন সাধারণ লেখকের রচনা নহে। ইহার মূল মিসরের খ্যাতনামা জগদ্বিখ্যাত দার্শনিক সাহিত্যিক জনাব ফরীদ ওয়াজদী সাহেবের লেখনী প্রসূত। ফরীদ ওয়াজদী সাহেবের তুলনা পাক-ভারতের মধ্যে একমাত্র ডক্টর মুহাম্মদ ইকবালের সঙ্গে হইতে পারে। ফরীদ ওয়াজদী সাহেব। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমুদ্র ছিলেন। ইউরোপের ইতিহাস ও তাহাদের তথাকথিত সভ্যতার পূর্ণ পারদর্শী ছিলেন।

তাঁহার জীবনের প্রধান মূল্যবান কীর্তি এই যে, পাশ্চাত্য সভ্যতার রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকিয়া তিনি ইসলামের মাপকাঠিতে মাপিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন যে, প্রকৃত প্রস্তাবে পাশ্চাত্য সভ্যতা সভ্যতাই নহে। বিশেষতঃ নারী স্বাধীনতার ব্যাপারে বরং ইহা তাহাদের পূর্বপুরুষগণের অতিরিক্ত গোঁড়ামীর ও অতিরিক্ত কঠোরতার

প্রতিক্রিয়া বৈ বিজ্ঞানসম্মত কিছুই নহে। তাহাদের পূর্বপুরুষেরা রোমীয় সভ্যতার নারী জাতির উপর এই কঠোরতা করিয়াছিল যে, তাহাদের মুখে লোহার তালা লাগাইয়া রাখিয়াছিল, তাহাদের জন্য হাসি হারাম করিয়া রাখিয়াছিল, তাহাদের জন্য গোশত ভক্ষণ হারাম করিয়া রাখিয়াছিল ইত্যাদি ইত্যাদি- যেরূপ করিয়া রাখিয়াছিল তারা পুরুষদের জন্য বিজ্ঞান চর্চা হারাম। এই কঠোরতার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ পুরুষগণ যেমন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া নাস্তিক হইয়া গিয়াছে, তদ্রূপ নারীগণও হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া, নিজেদের মান-মর্যাদার জ্ঞানহারা হইয়া একেবারে স্বেচ্ছাচারিণীরূপে, জাতির অকল্যাণময়ী ডাইনীরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

এই ধরনের কথা আপনারা ফরীদ ওয়াজদী সাহেবের যুক্তিপূর্ণ ভাষায়ই ভাল শুনিবেন। ফরীদ ওয়াজদী সাহেবের রচনা যে সাহিত্যের দিক দিয়া অতুলনীয়, যুক্তির দিক দিয়া অনুপম এবং জ্ঞানের দিক দিয়া অকাট্য, তাহার প্রমাণের জন্য আর কোন যুক্তির প্রয়োজন নাই, এতটুকুই যথেষ্ট যে, মওলানা আবুল কালাম আযাদের ন্যায় পাক-ভারতের সুবিখ্যাত অদ্বিতীয় দার্শনিক সাহিত্যিক বাগ্মী পুরুষ উহার উর্দূ ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। বাংলা দেশের সৌভাগ্য যে, নব্য যুবক আলেম সাহিত্যিক মাওলানা হাফেয আযীযুল ইসলামের কল্যাণে উহারই বাংলা অনুবাদ আজ আপনারা আপনাদের হাতে পাইতেছেন। আমার ধারণা, একমাত্র চিন্তাহীন নিরেট মূর্খ ব্যতিরেকে সুরুচিসম্পন্ন বিজ্ঞানসম্মত কোন মানুষই ফরীদ ওয়াজদী সাহেবের যুক্তিকে অবনত মস্তকে স্বীকার না করিয়া পারিবে না।

পাকিস্তানের যুবক-যুবতীদের চিন্তাহীন অন্ধ অনুকরণপ্রিয়তা দেখিয়া এবং তাহারা যে হেয়তাবোধের শিকার হইয়া নিজেদের আত্মসত্ত্বাবোধও হারাইয়া ফেলিতেছে, তাহারা যে আপন পালক ছাঁটিয়া ও ময়ূরের পালক আঁটিয়া পরে উভয় কুলহারা কাকের মত সাজিতেছে, তাহারা যে মুসলমানও থাকিতেছে না, খ্রিস্টান সমাজেও মিশিতে পারিতেছে না, এতটুকু অনুভূতিও তাহারা যৌবনের প্রবাহে হারাইয়া ফেলিয়াছে- ইহা দেখিয়া আমি অবশ্যই মর্মাহত হইতেছি। কেননা যে জাতির পিছনে কোন ঐতিহ্য নাই, তাহারা হয়তো পরের অনুকরণের স্রোতে বহিয়া যাইতে পারে। যেমন হিন্দুদের সাপ্তাহিক কোন পবিত্র দিবস ছিল না, তাই তাহারা রবিবারকে সাপ্তাহিক ছুটি দিবসরূপে গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু মুসলমানদের তো সাপ্তাহিক পবিত্র দিবস শুক্রবার রহিয়া গিয়াছে;

তাহারা কেমন করিয়া আত্মসত্ত্বা বিসর্জন দিয়া রবিবারকে গ্রহণ করিতে পারে? আরও যেমন হিন্দুদের কোন সভ্য পোশাক ছিল না; তাহাদের নারীদের জন্যও কোন সভ্যতার মাপকাঠি ছিল না; তাহারা হয়তো হ্যাট-কোট-প্যান্ট, গাউন, নিকাব, চুলকাটা, অর্ধ উলঙ্গভাবে ঘোরাফিরা করা ইত্যাদি গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু যে মুসলমানদের নিজেদের সর্বোত্তম সভ্যতার পোশাক, নারীদের জন্য সর্বোত্তম ব্যবস্থা রহিয়া গিয়াছে, পুরুষের জন্য শেরওয়ানী-টুপি-পায়জামা এবং নারীদের জন্য পায়জামা-কোর্তা ও ওড়নার দ্বারা আবৃত মনমোহিনী আজানু লম্বা চুলের পর্দার সর্বোত্তম সভ্যতার ব্যবস্থা রহিয়া গিয়াছে, তাহারা কেমন করিয়া সভ্যতার পরে অসভ্যতাকে অবলম্বন করিতে পারে?

ইহা যদিও বড়ই মর্মবিদারক, নৈরাশ্যজনক ব্যাপার, কিন্তু তবুও আমি নৈরাশ্যবাদী নই, আমি চির আশাবাদী। কেননা আমি মুসলিম সাইকোলজীর একজন ছাত্র। আমি প্রত্যেকটি উচ্ছৃঙ্খল মুসলিম যুবক-যুবতীর অন্তরাত্মার শিরা ধরিয়া তাহার স্পন্দনের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছি যে, তাহার অন্তরের অন্তঃস্থলে আল্লাহর প্রতি ও আল্লাহর প্রতি অকাট্য বিশ্বাস আর আল্লাহর কুরআনের প্রতি ও রাসূলের হাদীসের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা রহিয়া গিয়াছে এবং তাহারা কিছুতেই অসভ্যতাকে সভ্যতা বলিয়া স্বীকার করিতে পারিতেছে না; কিন্তু সাময়িক অবস্থায় কতগুলি কারণে তাহারা পরানুকরণে এবং স্বকীয় সভ্যতার দিকে ফিরিয়া না আসিতে বাধ্য হইতেছে। প্রত্যেকটি পুরুষই অন্তর হইতে চায় যে, তার স্ত্রী তার অনুগতা বিশ্বস্থা থাকুক, তার স্ত্রী অন্য পুরুষকে ভাল না বাসুক, তাকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসুক। এইরূপে প্রত্যেকটি নারীই চাই যে, সে সুপুত্রের মা হউক। অথচ জগৎ সাক্ষ্য দিতেছে যে, কোন বেপর্দা নারীর গর্ভেই আজ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কোন সুসন্তান জন্মগ্রহণ করে নাই।

মুসলিম জাতির মধ্যে মোস্তফা কামালই বেপর্দার প্রথম উদ্যোক্তা কিন্তু স্বয়ং মোস্তফা কামাল সাহেব পর্দানশীন মায়ের সুপুত্র ছিলেন। তিনি কোন বেপর্দা মায়ের অযোগ্য সন্তান ছিলেন না। আজ ৪০ বৎসর অতিবাহিত হইতেছে, তুর্কী জাতি বেপর্দা হইয়াছে। বেপর্দা হইবার পূর্বে সমগ্র ইউরোপ তুর্কী জাতির ভয়ে এইরূপ কম্পমান থাকিত যেরূপ সিংহের ভয়ে শৃগাল কম্পিত থাকে। কিন্তু এই কয় বৎসরের মধ্যে কোন বেপর্দা মেয়েলোকও এমন হয় নাই এবং বেপর্দা মায়ের গর্ভে এমন কোন পুরুষ সন্তানও জন্মগ্রহণ করে নাই, যাহাকে ইউরোপ একটি শৃগালের চেয়ে বেশী পরোয়া করে।

জামালুদ্দীন আফগানী পর্দানশীন মায়ের সুসন্তান ছিলেন, মাওলানা মোহাম্মদ আলী-শওকাত আলী পর্দানশীন মায়ের সুসন্তান ছিলেন, ফরীদ ওয়াজদী, মাওলানা থানভী, ডক্টর ইকবাল পর্দানশীন মায়ের সুসন্তান ছিলেন, কায়েম আযম, লিয়াকত আলী খাঁ পর্দানশীন মায়ের সুসন্তান ছিলেন, এ, কে, ফজলুল হক পর্দানশীন মায়ের সুসন্তান ছিলেন, শহীদ সোহরাওয়ার্দী পর্দানশীন মায়ের সন্তান ছিলেন। আমাদের পাকিস্তানের বর্তমান নেতা মোহাম্মদ আইয়ুব খান সাহেবও পর্দানশীন মায়েরই সন্তান। আমাকে একজন বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সমাজ-প্রেমিক, সমাজ সেবক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি কেহ দেখাইয়া দিক, যে বেপর্দা মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, বেপর্দা মা যেহেতু বিভিন্ন পুরুষের প্রতি নজর রাখে, সেজন্য তার ভিতর একাগ্রতা ও স্থিরতা থাকিতে পারে না। সুতরাং তার গর্ভে কোন কৃতি সন্তানও জন্মিতে পারে না। পক্ষান্তরে পর্দানশীন মেয়েলোক এক স্বামী ছাড়া অন্য কোন পুরুষের চিন্তা করে না, অন্য কোন পুরুষের ছবিই তার ভিতরে ঢুকে না। সুতরাং তাহার মধ্যে সম্পূর্ণ একাগ্রতা ও স্থিরতা থাকে এবং সে সুসন্তান ও কৃতি সন্তান প্রসব করিতে পারে।

যৌবনের প্রারম্ভে যেহেতু অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান যুবকদের কম থাকে। সেজন্য তাদের চেতনা এমন সময় আসে যখন আর ঘটনা প্রবাহ তার হাতের মধ্যে থাকে না। অথচ নির্ভুল জ্ঞানের উৎস কুরআন-হাদীসের জ্ঞান হইতে তাহাদিগকে রাখা হইয়াছে সম্পূর্ণ অন্ধকারে। তাই আমি এখানে যুবক-যুবতীদের জন্য সর্বাপেক্ষা অধিক হিতাকাঙ্ক্ষী, সর্বাপেক্ষা অধিক ভবিষ্যতের জ্ঞানী খোদার প্রদত্ত সর্বোত্তম সভ্যতার ব্যবস্থা কুরআন মাজীদ হইতে এবং কুরআন মাজীদের নির্ভুল ব্যাখ্যা হাদীস শরীফ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

আদর্শ কে হইতে পারে?

আল্লাহই মানুষের একমাত্র আরাধ্য, একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। তা সত্ত্বেও আল্লাহ হুকুম দিতে পারেন, আদেশ ও নীতি দান করিতে পারেন কিন্তু আদর্শ হইতে পারেন না। কেননা আদর্শ বলে তাহাকে, যাহাকে মানুষ চোখে দেখিয়া কানে শুনিয়া তাহার চলাফেরা, খাওয়া-পরা, কথাবার্তা ইত্যাদির অনুরূপ রূপ গ্রহণ করিতে পারে। অথচ আল্লাহকে তো দেখা যায় না, তিনি নিরাকার; তাঁহার কথা আছে বটে কিন্তু সে কথার আওয়াজ নাই ।

মানুষ বিনা শর্তে অনুকরণ-অনুসরণ করিতে পারে, এমন কোন মানুষও নাই। কারণ মানুষ হিসাবে সব মানুষ সমান। তবে আবার একজন মানুষ অন্য একজন মানুষের সামনে নতি স্বীকার করিবে কেন? অবশ্য আল্লাহ যদি কোন মানুষকে বাছিয়া নিয়া তাঁকে সনদ দিয়া দেন যে, তিনি নির্ভুল নিষ্পাপ মানুষ, তবে তাঁকে অবশ্য মানুষ আদর্শ বলিয়া স্বীকার করিতে পারে, নতুবা নয়। এরূপ মানুষকেই বলে নবী বা রাসূল। এজন্যই নবীকে আদর্শ বলিয়া স্বীকার করিতে মানুষ বাধ্য। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, আমরা আমাদের আদর্শরূপে সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বশেষ নবীকে পাইয়াছি । আল্লাহ এহেন নবী সম্পর্কেও তাঁহাকে আদর্শ বানাইবার পূর্বে বলিয়াছেনঃ

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيْلَ

لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنِ

“তিনি যদি এক বিন্দু কথাও নিজে রচনা করিয়া উহাকে আমার কথা বলিয়া প্রকাশ করেন, তবে আমি তাঁহাকে ধরিয়া তাঁহার হৃদয়তন্ত্রী কাটিয়া দেই।” অর্থাৎ আল্লাহ সনদ দিতেছেন যে, নবীর সব কথাই আল্লাহর কথা। অন্য এক জায়গায় আল্লাহ বলিয়াছেন ঃ

وَلَوْ لَا أَنْ ثَبَّتْنٰك لَقَدْ كِدْتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيْلًا إِذًا

لَّأَذَقْنٰكَ ضِعْفَ الْحَيٰوةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيْرًا

‘হে নবী! আপনাকে আমিই সত্যের উপর, হকের উপর দৃঢ়-অটল রাখিয়াছি, নতুবা আমার হেফাযত না থাকিলে আপনি অল্প একটু হইলেও তাদের দিকে ঝুঁকিয়া যাইতেন; যদি তাই হইত তবে আমি আপনাকে দ্বিগুণ চতুর্গুণ শাস্তি দিতাম, এই জীবনেও এবং পরজীবনেও; সে শাস্তি হইতে রক্ষাকারী আপনার কেহই হইত না।’ এইরূপ নিশ্চয়তা দানের পর আল্লাহ বলিয়াছেন ঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

‘আল্লাহর রাসূলই তোমাদের উত্তম আদর্শ।

আবার যেহেতু কোন কোন ব্যাপারে রাসূলুল্লাহর আদর্শ হওয়া সম্ভব ছিল না, সেজন্য রাসূলুল্লাহ সনদ দিয়া গিয়াছেন খুলাফায়ে রাশেদীনের পক্ষে-

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَ سُنَّةَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ

'তোমরা আমার আদর্শ গ্রহণ কর এবং আমার পরবর্তী খুলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ গ্রহণ কর। এইরূপে যেহেতু সমস্ত ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ নারীদের আদর্শ হইতে পারিতেন না, সেজন্য স্বয়ং আল্লাহ রাসূলুল্লাহর বিবিগণকে নারীদের জন্য আদর্শ হইবার সনদ দিতেছেন। বলিতেছেন-

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ

"হে নবী পত্নীগণ! তোমরা সাধারণ নারী নও, তোমরা গোটা নারী জাতির আদর্শ নারী। এইজন্যই তোমরা অপরাধ করিলে তোমাদের দ্বিগুণ শাস্তি হইবে। তোমাদের চাল-চলনের, কাজ-কামের, লেবাস-পোশাকের, পতিভক্তির অনুকরণ অনুসরণ গোটা নারী জাতি করিবে; অতএব তোমরা আসল আদর্শ হইতে বিন্দুমাত্রও হেলিও না। এমনকি তোমাদের রূপ-চেহারা এবং চেহারার হাসিরূপ পর পুরুষকে দেখানো তো দূরের কথা, তোমাদের গলার কোমল স্বরও যেন পর পুরুষে না শুনিতে পারে। অতএব দরকার বশতঃ তোমরা যখন কোন পরপুরুষের সঙ্গে কথা কও, তখন কোমল স্বরে কথা কহিও না, বরং কর্কশ ও রুক্ষ্ম স্বরে কথা কহিও। অবশ্য কথা হওয়া চাই কাজের কথা, ন্যায়সঙ্গত কথা। যদিও তোমরা উম্মতের সমস্ত পুরুষের মা, যদিও তোমাদের সঙ্গে জীবনে কখনও তাহাদের বিবাহ দুরস্ত নাই, তা সত্ত্বেও তোমাদের জন্য এই হুকুম। আর আসল হুকুম এবং মুসলিম সভ্যতার কেন্দ্রীয় বিন্দু হইতেছে এই যে, নারী জাতির জন্য কর্মক্ষেত্রই ভিন্ন। নারী জাতির জন্য কর্মক্ষেত্র হইতেছে বাড়ীর ভিতর। অতএব হে নবী পত্নীগণ! তোমাদের দেখিয়া যেহেতু অন্য নারীরা শিক্ষা গ্রহণ করিবে, তোমরা হইবে তাহাদের আদর্শ, সেজন্য তোমাদিগকে আদেশ করা হইতেছে- স্বয়ং খোদার তরফ হইতে আদেশ, নবীর তরফ হইতে বা অন্য কাহারও তরফ হইতে নয়- আল্লাহর তরফের হুকুম এই যে,

وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ وَ لَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى

১. "তোমরা স্বাভাবিকভাবে বাড়ীর ভিতরে থাকিবে, আগের যামানার বর্বর অসভ্য যুগের নারীদের ন্যায় পথে-ঘাটে বা পুরুষদের কর্মক্ষেত্রে সাজসজ্জা করিয়া ঘোরাফেরা করিও না।"

যদি কোন সময় পুরুষদের দ্বারা কোন জিনিস আনাইতে বা কাজ করাইতে হয়, তবে

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ

২. পুরুষদের সঙ্গে কঠোর ভাষায় কাজের কথা বলিবে, কোমল ভাষায় কোমল স্বরে কথা বলিবে না। আর যদি পুরুষদের কোন জিনিস চাহিবার দরকার হয় তবে তাহারা পর্দার আড়ালে থাকিয়া চাহিবে। আল্লাহ বলিতেছেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ

৩. "হে মুসলমানগণ! তোমরা বিনা অনুমতিতে নবীর বাড়ীর মধ্যে ঢুকিও না।"

وَ إِذَا سَأَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوْاهُنَّ

مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ ذَالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ

৪. "হে মুসলিম পুরুষগণ! যখন কোন কাজের জিনিস তাহাদের কাছে অর্থাৎ নবী পত্নীদের কাছে তোমাদের চাহিবার দরকার পড়ে, তখন তোমরা পর্দার আড়ালে থাকিয়া তাঁহাদের কাছে চাহিবে; অন্তরের গোপন ভাব আল্লাহ জানেন, ইহাই তোমাদের অন্তরের জন্য পবিত্রতম পন্থা এবং তাঁহাদের অন্তরের জন্যও।" ইহার দ্বারা সকল মুসলিম নারীর জন্যই বাড়ীর ভিতরের কাজে থাকার ফরজিয়ত এবং বাড়ীর বাহিরে সাজসজ্জা করিয়া ঘোরাফেরা করার হুরমত (নিষিদ্ধতা) প্রমাণিত হইতেছে। যদি দরকারবশতঃ বাহিরে যাইতে হয় তবে কিভাবে যাইতে হইবে তাহা সামনের আয়াতে বলা হইতেছে। আল্লাহ বলিতেছেন ঃ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ

وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ

৫. "হে নবী! আপনি আপনার বিবিগণকে, আপনার মেয়েগণকে এবং সর্বসাধারণ মুসলমানদের বিবিদিগকে বলিয়া দিন, দরকারবশতঃ বাহিরে যাইতে হইলে, তাহারা যেন পর-পুরুষকে চেহারা দেখিবার সুযোগ না দেয়, তাহারা যেন বড় চাদর (বা বোরকা) দ্বারা তাহাদের সর্ব শরীর ঢাকিয়া, মাথা ঢাকিয়া মাথার উপর দিয়া কপালের উপর দিয়া চেহারার উপরও যেন কিছুটা চাদর লটকাইয়া রাখে, যাহাতে চেহারা দেখা না যায়।"

পুরা পর্দার ব্যবস্থা আল্লাহ কুরআনের ভাষায় এইরূপে করিয়াছেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ أٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا

غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَأْنِسُوْا وَ تُسَلِّمُوْا عَلٰى أَهْلِهَا

৬. "হে মুসলমানগণ! তোমরা সালাম করিয়া অনুমতি না লইয়া অন্য কাহারও বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিও না।"

হাজার সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও হয়তো কাহারও দ্বারা অসতর্কতা হইয়া যাইতে পারে। অতএব আল্লাহ পাক আরও বলিতেছেন ঃ

قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم

৭. "হে নবী! আপনি মুমিন-মুসলিম পুরুষগণকে বলিয়া দিন, তাহারা যেন তাহাদের চরিত্র পবিত্র রাখে এবং চরিত্র পবিত্র রাখার প্রধান উপায় এই যে, তাহারা যেন তাহাদের নজর-দৃষ্টি নিচের দিকে রাখে।"

আল্লাহ পাক আরও বলিতেছেন ঃ

وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَ لَا

يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرُهُنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ......وَ

لَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ.

এইরূপে হে আমার নবী! আপনি মুমিন-মুসলিম নারীদেরকেও বলিয়া দিন, তাহারা যেন তাহাদের সতীত্বকে পূর্ণরূপে রক্ষা করে। সতীত্ব রক্ষা করার উপায় এই যে-

৮. তাহারা যেন তাহাদের নজরকে নিচের দিকে রাখে;

৯. তাহারা যেন তাহাদের সৌন্দর্য স্বামী, পিতা, শ্বশুর, স্বামীর পুত্র, ভাই, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভাগিনা, নারী, নাবালেগ ব্যতীত অন্য কোন ভিন্ন পুরুষকে না দেখায়। এই হুকুম অবশ্য পালনীয় হুকুম। অবশ্য যদি বাতাসে বা হাঁটার অসতর্কতাবশতঃ কিছুটা খুলিয়া যায় তবে সেটুকু মাফ।

১০. এবং তাহারা যেন তাহাদের ওড়না পিঠের পিছনে না ফেলিয়া রাখে বরং উহার দ্বারা মাথা ঢাকিয়া, ঘাড়-গলা ঢাকিয়া উহাকে যেন বুকের উপর জামার কাটা জায়গা ঢাকিবার জন্য ব্যবহার করে।

১১. এবং পথে হাঁটিবার সময় তাহারা যেন পা জোরে জোরে না মারে। কেননা তাহা হইলে তাহাদের পর্দার যে উদ্দেশ্য গোপন রাখা, সে গোপন বস্তুই প্রকাশ পাইয়া যাইবে।

পথে হাঁটিবার ব্যাপারও স্বয়ং আল্লাহ পাক নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন। ইহারই ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ স্বরূপ হাদীস শরীফে আসিয়াছে- নারীগণ পথের মাঝখান দিয়া হাঁটিবে না, পথের কিনারায় হাঁটিবে এবং পায়ের পাতাও যাতে না দেখা যায় সেজন্য বোরকা বা বড় চাদর পায়ের নীচে পর্যন্ত লটকাইয়া রাখিবে।

আল্লাহর বাণীর এই সত্যতা, এই ভদ্রতা অপেক্ষা অন্য কোন সভ্যতা-ভদ্রতাই বড় বা ভাল হইতে পারে না। কারণ প্রকৃতির মালিক আল্লাহ প্রকৃতি অনুসারেই নারী-পুরুষের জন্য তাহাদের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহারই বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও দার্শনিক তত্ত্ব এই পুস্তকে পাইবেন।

এইজন্যই এই বইখানার বহুল প্রচলন বিশেষতঃ আধুনিক শিক্ষিত সমাজে আমি আল্লাহর দরবারে কামনা করিতেছি এবং আমি আমার শিক্ষিত বন্ধুগণকে বইখানা একবার পড়িয়া আপন আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যেও বিশেষতঃ অন্দর মহলে প্রচার করিতে অনুরোধ করিতেছি।

-নাচিজ
শামছুল হক

আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী ছদর ছাহেব রহ.

ফাউন্ডেশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

মোজাহেদে আজম আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী ছদর ছাহেব হুজুর রহমাতুল্লাহি আলাইহির রেখে যাওয়া কর্মসূচি ও বিস্তৃত কর্মময় জীবনের অমরকীর্তি দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী ছদর ছাহেব রহ. ফাউন্ডেশন গঠন করা হয়েছে।

ফাউন্ডেশনের কর্মসূচী

কোরআনী মক্তব: শিশু-কিশোর ও বয়স্কদের কোরআন শরিফ ও প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল শেখানোর জন্য মক্তবের ব্যবস্থা করা।

প্রকাশনা: আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী ছদর ছাহেব রহ.-এর লিখিত হক্কানী তাফছীর ও গ্রন্থাবলীসহ অন্যান্য কিতাবাদী মানসম্মতভাবে প্রকাশের ব্যবস্থা করা।

ছদর ছাহেব রহ. শিক্ষা বৃত্তি: দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সহায়ক উপকরণ, শিক্ষা বৃত্তি ও এককালীন সহযোগিতা প্রদান করা।

স্বাস্থ্যসেবা: সমাজের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে চিকিৎসা সহায়তা, বিনামূল্যে এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস, মেডিক্যাল ক্যাম্প ও রক্তদানের ব্যবস্থা করা।

কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ: কারিগরী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যোগ্যতা অনুযায়ী বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ও উদ্যোক্তা তৈরি করা।

মানবসেবা:

- জাকাত ও এককালীন অনুদান ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকৃত দরিদ্রদের সহয়াতা ও প্রাকৃতিক দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের সাবলম্বী করা।
- গরীব, অসহায় ও বিধবাদের স্বনির্ভর হওয়ার ব্যবস্থা করা।
- মা-বাবার স্নেহবঞ্চিত ও এতিম শিশুদের শিক্ষা এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা করা।

সামাজিক কর্মসূচি: সামাজিক কার্যক্রমে ইসলামী আদর্শের ব্যাপক প্রচার-প্রসারে উদ্যোগ গ্রহণ করা।

আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী
ছদর ছাহেব রহ. ফাউন্ডেশন
গওহরডাঙ্গা মাদরাসা, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ
মোবাইল : ০১৯৩২-৩৮ ৩৩ ৩৮
e-mail: sadarsahebfoundation@gmail.com